

## 💵 ইসলামী জীবন-ধারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মসজিদে যাওয়ার আদব রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

## মসজিদে যাওয়ার আদবসমূহ

মসজিদে যাওয়া ও সেখানে অবস্থানের নানা ফযীলত ও আদব সম্পর্কে 'স্বালাতে মুবাশিশর'-এ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দলীল উল্লেখ না করে কেবল শিরোনামগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া উত্তম মনে করি।

১। মসজিদ যাওয়ার আগে পবিত্রতা ও পরিচছন্নতা অবলম্বন করুন। নিজ দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করুন। আর এমন কিছু ব্যবহার করবেন না, যাতে আপনার মুখ বা দেহ থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং তার ফলে কোন মুসলম্মী ও আল্লাহর ফিরিশ্রা কন্ট পান।

উল্লেখ্য যে, কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে, ঘামে ভিজা পোশাক পরে, মাছ বা ভেঁড়ার মাঝে কাজ করে সেই লেবাস ও অবস্থায় মসজিদে আসা উচিত নয়। উচিত নয় (হারাম ও দুর্গন্ধময়) বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে আসা।

- ২। মসজিদে আসার আগে যথাসাধ্য সৌন্দর্য অবলম্বন করুন। বিশেষ করে জুমআহ ও ঈদের জন্য সুন্দর পোশাক পরিধান ও আতর ব্যবহার করুন।
- ৩। দুনিয়ার মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে মসজিদে আসুন যথাসাধ্য সকাল সকাল ও আগেভাগে। তবেই তো নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির-আযকার বেশী বেশী করতে পারবেন। প্রথম কাতারে জায়গা নিতে পারবেন।
- ৪। মসজিদে যাওয়ার পথে বড় বিনয়-নম্রতা ও ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করুন। আপনার চলনে যেন কোন প্রকার অস্থিরতা, চাঞ্চল্য বা তাড়াহুড়া না থাকে। রাস্তা চলতে দৃষ্টিকে অবনত ও সংযত করুন।
- ৫। মসজিদের দিকে যেতে রাস্তায় যে দু'আ পড়তে হয়, তা পড়ুন।
- ৬। মসজিদে যাওয়ার পথে নামাযের আগে দুই হাতের আঙ্গুলগুলির মাঝে খাঁজাখাঁজি করবেন না।
- ৭। মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে রেখে নির্দিষ্ট দর্মদ ও দু'আ পড়ুন।
- ৮। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়ুন। অবশ্য সময় না থাকলে কেবল সুনান রাতেবাহ পড়েও বসা যায়।
- ৯। পারলে মসজিদে বসে (জিকির ও তিলাওয়াতের সাথে) পরবর্তী নামাযের অপেক্ষা করুন। এর বড় ফ্যীলত রয়েছে। জিকির ও ইল্মের মজলিসে বসে জান্নাতের ফল খান।
- প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে 'তাসবীহ-তাহলীল' পড়ে জান্নাতের ফল খাওয়ার হাদীস সহীহ নয়।[1]
- ১০। মসজিদে শয়ন করা বৈধ। অবশ্য লজ্জাস্থান যাতে না খুলে যায়, তার বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। শয়নের সময় কিবলার দিকে পা করতে হলে গোনাহ হবে না।[2] অবশ্য সামনেই কুরআন থাকলে সেদিকে পা করে বসা বা শোয়া যাবে না। আল্লাহর কালামের সাথে আদব বজায় রাখতে হবে।



- ১১। মসজিদে ঘুমানো বৈধ। বহু সাহাবী মসজিদে ঘুমিয়েছেন।[3]
- অবশ্য স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে সত্বর উঠে গিয়ে পবিত্র হতে হবে।
- পক্ষান্তরে ঘরে জায়গা থাকতে মসজিদকে অভ্যাসগতভাবে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানানো উচিত নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কেউ যেন মসজিদকে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।'[4]
- ১২। মসজিদে পানাহার করাও বৈধ।[5] অবশ্য মসজিদ যাতে নােংরা না হয়ে যায়, তার খেয়াল জরুর রাখতে হবে।
- উল্লেখ্য যে, এ সময় থাকা-খাওয়া বৈধ করার জন্য ই'তিকাফের নিয়ত করাও বিধেয় নয়।
- ১৩। মসজিদে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খোঁজা বৈধ নয়। কাউকে কোন জিনিস মসজিদে ঘোষণা করে খুঁজতে দেখলে, তার জন্য বন্দুআ দিয়ে বলা উচিত, আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দেন।[6]
- ১৪। মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে তার জন্য বন্দুআ দিয়ে বলা উচিত, আল্লাহ যেন তোমার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত না দেন।[7]
- ১৫। মসজিদে গলা উঁচু করা, শোরগোল করা, জোরে জোরে কথা বলা বৈধ নয়।
- ১৬। মসজিদে নিছক সাংসারিক ও দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলবেন না। অবশ্য প্রয়োজনে এবং বিশেষ করে দাওয়াতী প্রয়োজনে দুনিয়ার কথা বলা দোষাবহ নয়। কখনো কখনো সাহাবাগণ মসজিদের ভিতর জাহেলী যুগের কথা বলে হেসেছেন এবং রাসুল (ﷺ) ও মুচকি হেসেছেন।[8]
- ১৭। মসজিদে বৈধ গজল ও কবিতা আবৃত্তি করায় দোষ নেই।
- ১৮। বিশেষ করে ঈদের দিন জিহাদের কাজে সহায়ক কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলাও খেলা যায় মসজিদের সীমানায়।[9]
- ১৯। আযান হওয়ার পর একান্ত কোন প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবেন না।
- ২০। মহিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে মসজিদে যেতে পারে। স্ত্রীকে মসজিদে যেতে স্বামীর বাধা দেওয়া উচিত নয়।
- ২১। মসজিদে যেতে চাইলে মহিলা যেন কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার না করে এবং শরয়ী পর্দার সাথে ঘর থেকে বের হয়।
- ২২। মসজিদের পথে মহিলা যেন এমন চলন ও ভঙ্গিমা প্রদর্শন না করে অথবা তার চলনে যেন এমন কোন শব্দ না থাকে যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট হয়।
- ২৩। মহিলারা পুরুষদের পিছনে নামায পড়বে এবং নামায শেষে পুরুষদের বের হওয়ার আগে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবে।
- ২৪। ঋতুমতী মহিলাদের জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়।
- ২৫। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে রেখে নির্দিষ্ট দরূদ ও দু'আ পড়ন।

## ফুটনোট



- [1]. যয়ীফুল জা'মে হা/৭০১
- [2]. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমাহ ৬/২৯২
- [3]. বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ৪৪০, ৪৪২
- [4]. সহীহ তিরমিযী ১/১০৩
- [5]. ইবনে মাজাহ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/৩৩০০
- [6]. মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/৫৬৮ প্রমুখ
- [7]. তিরমিয়ী হা/১৩২১, দারেমী আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ১৪০১
- [৪]. মুসনাদে আহমাদ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ২০৩৩৩, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/২৩২২, নাসাঈ হা/ ১৩৫৮
- [9]. বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ৪৫৫, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/৮৯২

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7896

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন